কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে ....

অজয় রায়

‘হুমায়ুনের স্পষ্টবাদিতা, মুক্তচিন্ত এবং ব্যতিক্রমধর্মী লেখা যেমন অনেক তর"ণকে উদ্দীপ্ত করে, তেমনি তাঁর লেখা, তাঁর তীক্ষ্ণ কলম মৌলবাদীদের ক্ষিপ্ত করে, কট্টর ইসলাম পন্থীদের তাঁর বিরূদ্ধে সো"চার হতে উদ্বুদ্ধ করে, তাঁর বির"দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। বাংলা একাডেমীর কাছে ড. হুমায়ুনের উপর এই আঘাত মৌলবাদীদের ‘দৃঢ়প্রতিজ্ঞার’ ফল, - এ সিদ্ধান্ত যদি কেউ নেয় তা কি দোষাবহ ? কিন্তু ড. হুমায়ুন আজাদের ওপর আঘাত শুধু ব্যক্তি আজাদের ওপর নয়, ব্যক্তি আজাদকে বেছে নেয়া হয়েছে একটি মেসেজ দিতে : যারা সার্বজনীনতা, ইহজাগতিকতা, বহুমাত্রিকতা এবং সেক্যুলার-লিবারেল ডেমোক্রেসির আদর্শে বিশ্বাসী তাদের জন্য ২৭শে ফেব্র"য়ারীর ঘটনাটি একটি সাবধান বাণী- সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক শক্তিকে তারা চরম আঘাত দিতে প্রস্তুত হয়েছে।’

আর কত রক্ত দিতে হবে । আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আরও কত রক্ত ঝরাতে হবে ? বুদ্ধিজীবীদের, শিক্ষকদের, সাংবাদিকদের, সাধারণ মানুষকে আর কত পরিমান রক্ত দিতে হবে ? আমাদের রক্তঋণ কি কোনদিনও শেষ হবে না? সেদিন খুলনার সাংবাদিক মানিক সাহা নিহত হলেন দিবালোকে অনেক মানুষের সামনে প্রকাশ্য রাজপথে। তাঁর রক্তে এখনও মনে হয় সিক্ত রাজপথ, আমাদের বিচারের দাবীর রেশ শেষ না হতেই শত পুলিশের সামনে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গনের অদূরে শত শত মানুষের সামনে একদল দুষ্কৃতকারী নির্মমভাবে ধারাল চাপাতি দিয়ে মধ্যযুগীয় কায়দায় খুন করতে চাইলেন আমাদেরই এক কবি, সাহিত্যিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গুণী অধ্যাপক ড. হুমায়ুন আজাদকে। মর্মান্তিক ও নির্মম আঘাতে রক্তাপ্লুত অধ্যাপকের দেহ আমাদের শিহরিত করে, বেদনার্ত করে তোলে, ক্রুদ্ধ করে, এবং হতাশও করে। কারণ পশু সামপ্রদায়িক শক্তির কাছে আমাদের অসহায় আত্মসমর্পন !

জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে- দেশে কি কোন সরকার বিদ্যমান, দেশে কি পুলিশ বলে কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব আছে ? খোদ ঢাকা শহরেই যদি এ অবস্থা হয়, যেখানে মন্ত্রী সভার প্রধান স্বয়ং মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী প্রজানুরঞ্জক বেগম খালেদা সদা সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে বিদ্যমান, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-স্বরাষ্ট্র সচিব-উপসচিব, এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, পুলিশের বড় বড় কর্তারা আইন শৃংখলা শান্তি রক্ষায় সদা ব্যস্ত, তাহলে রাজধানীর বাইরে যে বাংলাদেশ সেখানে কি অবস্থা বিরাজ করছে তা অনুমান করতে কি কষ্ট হয় ? কিন্তু কাকে জিজ্ঞেস করব ? আমরা সাধারণ মানুষেরা ভোটে দাঁড়াই না, গলা ফাটিয়ে কখনও সুললিত আবার কখনও বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে জনগণকে চমৎকৃত করি না, সে ক্ষমতাও আমাদের নেই। আমরা সাধারণ মানুষ--, শুধু চাই একটি সৎ ও সুশীল সরকার, একটি দৃঢ় কর্তব্যনিষ্ঠ ও নির্ভিক সিভিল ও আইন শৃংখলায় নিয়োজিত স্বাধীন প্রশাসন যা অমাদের দুর্বৃত্তদের হাত থেকে আমাদের নিরাপত্তা দিতে চেষ্টা করবে। আমরা এও জানি, শতকরা ১০০ ভাগ নিরাপদ, সুশৃংখল সমাজ ও শাসন-প্রদান কারও পক্ষেই সম্ভব নয়, তিনি যত জনপ্রিয়ই নেতা বা নেত্রীই হন না কেন। আমরা, আমাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক পশ্চাদপটকে মনে রেখেই জানি একটি সৎ ও সুশীল সরকার প্রদান করা কোন রাজনৈতিক দলের বা নেতৃবৃন্দের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা চাই একটি আন্তরিক চেষ্টা, একটি নিষ্ঠাবান-হৃদয়বান-সহানুভুতি ও সংবেদনশীল মননের সরকার, যার আন্তরিকতায় ও নিষ্ঠায় কোন ফাঁক থাকবে না। যে সরকার রাষ্ট্রের কার্যনির্বাহী অঙ্গগুলোকে (Executive organs), আইন-শৃংখলা বাহিনীকে, বিচার-ব্যবস্থাকে, প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থাকে তল্পীবাহক অর্গানে রূপান্তরিত করবে না, বরং সংবিধানে প্রদত্ত ও পার্লামেন্টে গৃহীত আইনানুগ ব্যবস্থাপত্রের মাধ্যমে যাতে স্বাধীন কার্যকর প্রতিষ্ঠানে বিকশিত হয় সে লক্ষ্যে অনুপ্রেরণা জোগাবে। আমরা চাইব 'স্বায়ত্বশাসিত' নামে পরিচিত সংস্থাগুলো শুধু নামে নয় সত্যিকার অর্থেই স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করুক, এদের ব্যবস্থাপক, মহাব্যবস্থাপকদের যেন সরকার বা কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত না করে। এটি আশা করা কি খুব বেশী ? নইলে বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গনের বিপরীতে সংঘটিত ন্যাক্কারজনক ঘটনায় কেন মহাপরিচালকে সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলতে হয়, *"ঘটনাটি ঘটেছে মেলা প্রাঙ্গনের বাইরে, ভেতরে নয়, আণবিক শক্তি কমিশন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায়। তাই এর দায়দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তায় না। তাছাড়া মেলার সময়সীমা রাত ৮টা, ঘটনাটি ঘটেছে অনেক পরে। তবে ঘটনাটি কারা ঘটিয়েছে তা বলা সম্ভব নয় এই মুহূর্তে। বিষয়টি পরিকল্পিত হতে পারে আবার ছিনতাইয়ের ঘটনাও ঘটতে পারে। যেহেতু তিনি প্রস্রাব করার জন্য রাস্তার ওপাশে গিয়েছিলেন, তাই ছিনতাইয়ের ঘটনাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।"* (২৮শে ফেব্রুয়ারীর ভোরের কাগজ দ্রষ্টব্য) মহাপরিচালকের মন্তব্য শুনে মনে হচ্ছে কোন ৩য় শ্রেনীর উকিলের কথা শুনছি, আইন বাঁচিয়ে, সত্যকে আড়াল করে, আত্মপক্ষ সমর্থনের কি অক্লান্ত চেষ্টা। মনে হচ্ছে অধ্যাপক মনসুর মুসা যে কোন এক সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের- ওই বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন, ছিলেন ড. আজাদের

সহকর্মী তা ভুলে গিয়েছেন। মনে হ"ছে মহাপরিচালককে যেন বিচারের কাঠগরায় দাঁড় করান হয়েছে, আর তিনি কোন এডভোকেটের জেরার সম্মুখে পড়ে আত্মপক্ষ সমর্থন করছেন। সরকারের অনুকম্পা বা প্রসাদ পেলে কি বিবেক ও সাধারণ বুদ্ধিকেও বাক্সবন্দী করতে হয়। তিনি বলেছেন, "তবে ঘটনাটি কারা ঘটিয়েছে তা বলা সম্ভব নয় এই মুহূর্তে।" অর্থাৎ বর্তমান মুহূর্তটি উপযোগী নয় দুষ্কৃতকারীদের সনাক্তকরণে, পরে কোন উপযুক্ত মুহূর্তে বলা যেতে পারে। কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের মোটিভ যে ছিনতাই নয়, একটি বালকও তা বুঝতে পারে। ছিনতাইকারীরা টাকা পয়সা ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করে, না পারলে বা ধরা পড়লে আঘাত করে পালানোর চেষ্টা করে। পলায়নকালের আঘাত আর হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত সহজেই পার্থক্য করা যায়। ড. আজাদের ওপর আঘাত যে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে তা নৃসংসতা ও গুরতর ক্ষত থেকেই বোঝা যায়। এটি অধ্যাপক মনসুর মুসা বুঝতে পারেন নি, এটি বিশ্বাস করা মুস্কিল। তিনি কাদের এবং কেন আড়াল করতে চাইছেন?

ড. হুমায়ুন আজাদকে আঘাতকারী দুস্কৃতকারীদের (ব্যক্তি না হলেও আদর্শিক) চিহ্নিত করা ও তাদের উদ্দেশ্য বোঝা কি এতই দুষ্কর ? হুমায়ুন আজাদ একজন ব্যক্তি স্বাতন্ত্যবাদী লেখক, ব্যক্তি মাত্র। তিনি কোন সংঘঠনের প্রতিনিধিত্ব করেন না। কোন রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁর কোন কমিটমেন্ট আছে তাও নয়, বরং রাজনীতিবিদদের প্রতি তাঁর আছে এক ধরণের অবজ্ঞা, এবং তাঁদের লঘু করে দেখার মানসিকতা। তিনি এককভাবে নিজস্ব ভঙ্গিতে তাঁর লেখার মধ্যদিয়ে সামাজিক অত্যাচার ও দুর্বৃত্তায়ন, সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মীয়সহ সকল মৌলবাদের বির"দ্ধে অবস্থান নিয়েছেন, এ যুদ্ধে তিনি কাউকে পাশে ডাকেন নি। তাঁর এসব লেখার সাথে অনেকেই একমত হন নি, কেউ তাকে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলে অভিহিত করেছেন, কেউ তাঁকে আত্মবিলাসী বলেছেন, বলেছেন আত্মম্ভর ও অহঙ্কারী। ড. আজাদও অনেকের তীব্র সমালোচনা করেছেন, অনেকের লেখাকে, সাহিত্যকর্মকে যথাযথ মুল্য দিতে কার্পণ্য দেখিয়েছেন। কিছুদিন পুর্বে, তসলিমা নাসরিনের 'ক' গ্রন্থটির প্রকাশের পর তিনি তসলিমার তীব্র সমালোচনা করেছেন, এবং তসলিমাকে নিয়ে একটি নাতি-অশ্লীল গল্প লিখেছেন। কিন্তু এই বাহ্যিক মত-পার্থক্য লেখকদের মধ্যে এটি সাধারণ ব্যাপার মাত্র।

তাঁর মুক্তবুদ্ধির লেখা আমাদের সেক্যুলার-উদার গণতান্ত্রিক শক্তির আন্দোলনকে উজ্জীবীত করে, আমাদের বহুমাত্রিক সাংস্কৃতিক মুল্যবোধ ও চেতনার পক্ষে কাজ করে। তাঁর লেখা 'বিএনপি' ও জামাতসহ সকল মৌলবাদী রাজনৈতিক দর্শনকে কঠোরভাবে আঘাত করে, আর পরোক্ষভাবে হলেও বাম ও আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শনকে সহায়তা দান করে, ব্যক্তি হুমায়ুন আহমেদ যতই রাজনীতি বি"ছিন্ন ব্যক্তি হোন না কেন। তাই ড. হুমায়ুন আজাদের ওপর বিএনপি ও

মৌলভীদের ঘৃনা কখনও অব্যক্ত ছিল না। এসেদিনও, ২৫শে জানুয়ারী, জাতীয় সংসদে জামাতী সাংসদ জনাব দেলোয়ার হোসেন সাঈদি হুমায়ুন আজাদের শাস্তি দাবী করেছেন তাঁর তথাকথিত ইসলাম বিরোধী লেখার জন্য - বিশেষ করে তাঁর সাম্প্রতিক উপন্যাস '*পাক সার জমিন সাদ বাদ*' কে নিষিদ্ধ ঘোষনার দাবীতে। এর পরপরই বায়তুল মোকারামের সমাবেশে ইসলামী জঙ্গীনেতারা আহমেদীয়া নামে একটি ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠীর বির"দ্ধে জেহাদ ঘোষণা এবং ড. আজাদের জন্য শাস্তি দাবী করেছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইসলামী জঙ্গীদের এই হুঙ্কারটিকে গণনার মধ্যে ধরলেন না। এখন কেউ যদি জামাতীসহ জেহাদীদের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে, ২৭শে ফেব্র"য়ারীর ঘটনাটির জন্য - ২+২ = ৪ বলে তাকে কি দোষ দেয়া যাবে? হুমায়ুনের স্পষ্টবাদিতা, মুক্তচিন্তা এবং ব্যতিক্রমধর্মী লেখা যেমন অনেক তর"ণকে উদ্দীপ্ত করে, তেমনি তাঁর লেখা, তাঁর তীক্ষ্ণ কলম মৌলবাদীদের ক্ষিপ্ত করে, কট্টর ইসলাম-পন্থীদের তাঁর বিরূদ্ধে সো"চার হতে উদ্বুদ্ধ করে, তাঁর বির"দ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে তাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করে তোলে। বাংলা একাডেমীর কাছে ড. হুমায়ুনের উপর এই আঘাত মৌলবাদীদের 'দৃঢ়প্রতিজ্ঞার' ফল, - এ সিদ্ধান্ত যদি কেউ নেয় তা কি দোষাবহ ? কিন্তু ড. হুমায়ুন আজাদের ওপর আঘাত শুধু ব্যক্তি আজাদের ওপর নয়, ব্যক্তি আজাদকে বেছে নেয়া হয়েছে একটি মেসেজ দিতে : যারা সার্বজনীনতা, ইহজাগতিকতা, বহুমাত্রিকতা এবং সেক্যুলার-লিবারেল ডেমোক্রেসির আদর্শে বিশ্বাসী তাদের জন্য ২৭শে ফেব্র"য়ারীর ঘটনাটি একটি সাবধান বাণী- সেক্যুলার-গণতান্ত্রিক শক্তিকে তারা চরম আঘাত দিতে প্রস্তুত হয়েছে। এক কথায় মুক্তিযুদ্ধের পশ্চাতে যে লোকায়ত আদর্শিক ভিত ছিল তাকে ভেঙে ফেলে সেখানে একটি বিশেষ ধর্মীয় আদর্শিক ভিত স্থাপন করা। ড. হুমায়ুন আজাদ তার সাম্প্রতিকতম '*পাক সার জমিন সাদ বাদ*' উপন্যাসে মৌলবাদী ও সরকারী-বেসরকারী সংগঠনে এবং রাজনৈতিক দলে লুকিয়ে থাকা তাদের সহযোগীদের পরিকল্পণার একটি চমৎকার নকসা-চিত্র উপস্থিত করেছেন নিপুন হাতে। তুলে ধরেছেন মৌলবাদীদের সাম্প্রতিক অপতৎপরতা যা আমদের শঙ্কিত করে। বাবরি মসজিদ ভাঙা পরবর্তীকালে তসলিমা নাসরিন 'লজ্জা' লিখে, এবং এখন মৌলবাদীদের উত্থানকালে হুমায়ুন আজাদ '*পাক সার জমিন সাদ বাদ*' লিখে আমাদের বাক্সবন্দী বিবেবকে খানিকটা হলেও স্বস্তি দিয়েছিলেন। স্বাতন্ত্যবাদী হয়েও হুমায়ুন সমাজিক দায়িত্ব এড়ান নি, এখানেই তাঁর কৃতিত্ব, এখানেই তিনি প্রশংসার্হ।

কিন্তু হুমায়ুন আজাদ তো প্রতীক মাত্র- তাঁর ওপর আঘাত মুক্তবুদ্ধি চর্চার ওপর আঘাত, মুক্তমনাদের ওপর আঘাত, উদার গণতন্ত্র চর্চার ওপর আঘাত; এটি সৌন্দর্যের ওপর কুৎসিতের আঘাত। গত কয়েক বছর যাবতই, মৌলবাদী শক্তি আমাদের এই প্রতীকগুলোর ওপর অবিরত আঘাত হানছে- তারা ১লা বৈশাখকে আঘাত হানার স্পর্দ্ধা দেখায়, আঘাত হানে উদার সাংস্কৃতিক সংগঠনের ওপর, বোমা বিস্ফোরন ঘটাবার স্পর্দ্ধা দেখায় সেক্যুলার-সমাজতান্ত্রিক দলগুলোর

সভায়, সমাবেশে ও কার্যালয়ে। এই মৌলবাদী শক্তি লোকায়ত চিন্তাবিদ ড. আহমদ শরীফকে মুরতাদ ঘোষণা করে, তাঁর বাসায় বোমা আক্রমণ চালায়, উদার চেতনার মানুষ মানবধর্মী কবীর চৌধুরীকে মুরতাদ বলে, তাঁকে হুমকি দেয়, আমাদের গৌরব কবি শামসুর রহমানকে সিলেটে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে, তাঁর বাসায় হামলা চালায়, সাহসী লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে দেশত্যাগে বাধ্য করে। তাদের মুখপত্রগুলো দিনের পর দিন কবি লেখক সৈয়দ শামসুল হক, অনন্য সুস্মিত চরিত্রের অধিকারী ড. আনিসুজ্জামান ও আমার মত অধম ব্যক্তি সহ অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, ড. আলী আসগর, ড. মুনতাসীর মামুন, সাংবাদিক আবেদ খান, শাহরিয়ার কবীর, রবিরশ্মীতে উদ্ভাসিত ওয়াহিদুল হক, শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী প্রমুখ আমাদের মুক্তমনা লেখক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, চিত্রশিল্পী, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর বিষোদ্গার করে চলেছে। তাদের সাফল্য অনেক। তাই তাদের স্পর্দ্ধা ক্রমশ আকাশচুম্বী হয়েছে, রাষ্ট্র ও প্রশাসনের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রশ্রয়ে। তাই তো আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী'র কণ্ঠে হতাশা বেজে ওঠে: "…. দেশে কেবল মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিপন্ন তা নয়, টিকে থাকার নিরাপত্তাও বিপদগ্রস্ত। দেশ ক্রমাগত মনুষ্য বসবাসের জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়ছে।" তাঁর সাথে দ্বিমত পোষণ করার কি অবকাশ আছে?

নির্বাচনোত্তর কালে হিন্দু ও খৃস্টান সংখ্যলঘুদের ওপর নির্বিচার নিপীড়ন ও দেশ থেকে বিতারণ, পরবর্তীতে জাতিগত সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার ও তাদের আবাসন এলাকা থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা, ক্ষুদ্র ধর্মগোষ্ঠী আহমেদিয়াদের ওপর অত্যাচার, তাদের ধর্মীয়স্থানগুলো দখলের উন্মাদ আগ্রাসন ও তাদের সকল ধর্মীয় প্রকাশনা নিষিদ্ধকরণ, দেশে নানা শ্রেনীর সশস্ত্র জঙ্গী ইসলামী সংগঠনের উদয় ও তাদের জঙ্গী তৎপরতা, এবং বেছে বেছে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ওপর হামলা ও হত্যাকাণ্ড, বিভিন্ন স্থানে সহিংস হামলা ও বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো ইত্যাদি মৌলবাদীদের নীল-নকসা বাস্তবায়নের কর্মতৎপরতা বলে চিহ্নিত করা কি অন্যায় ? অথচ খালেদা-নিজামী সরকার সকল সন্ত্রাসী ঘটনা- কর্ণফুলী গার্ডেন থেকে চট্টগ্রামে চেম্বার্স অব কমার্সে দুর্ধর্ষ ডাকাতি, সমস্ত অপকাণ্ডকে- সাধারণ হত্যাকাণ্ড থেকে ব্যবসায়ী অপহরণ, বিরোধী দলের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন। কাজেই ২৮শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার ও পরদিন পুনরায় সাভার জনসভায় ড. আজাদের ওপর আক্রমণের দায়ভাগ আওয়ামী লীগের ওপর চাপিয়ে দিলেন, তখন পুলিশ ও পুলিশের অনুসন্ধানী বিভাগ আশ্চর্য বোধ করলেও আমি আশ্চর্য বোধ করি নি। পুলিশ সংকেত পেয়ে গেল, কি লাইনে অনুসন্ধান চালাতে হবে; কাকে ধরতে হবে। আর পরদিনই জনৈক যুবককে ছাত্রলীগ কর্মী বলে ধরা হল। তাঁর ছাত্রসংগঠনটিও ইংগিত পেয়ে গেল কি লাইন অব অ্যাকশন তাদের গ্রহণ করতে হবে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন যে দোদুল্যমানতায় ভুগছিল তারা আশ্বস্ত হলেন। আমরা ৩রা

মার্চে দেখলাম পুলিশ ও 'সাধারণ নিরীহ ছাত্রদের' প্রচণ্ড তাণ্ডব লীলা 'অসাধারণ অবাধ্য দুষ্টু ছাত্রদের ওপর'। না তারা শামসুন্নাহার হলের ঘটনার ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে চান না।

কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি একি উ"চারণ করলেন ? আপনি কি করে ভুলে গেলেন যে আপনি শুধু একটি জনপ্রিয় বড় দলের চেয়ার-পারসন (চেযার-পারসনের বাংলা কি ?) নন, আপনি দেশের গণমত নির্বিশেষে সকলের প্রধানমন্ত্রী, নিরপেক্ষ সুষ্ঠু পুলিশি তদন্তের আগেই আপনি প্রকাশ্য জনসভায় ঘোষণা দিলেন আক্রমণকারী কারা। অপরাধ কারা করেছে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা, আপনার দলীয় সন্ত্রাসীরা (না, আপনার দলে তো কোন সন্ত্রাসী নেই !), জামাতী সহ অন্য ইসলামী জঙ্গীরা, জনযুদ্ধ-ওয়ালারা, আপনি আপনার শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অফিস কক্ষে বসেই ঘটনার ১২ ঘন্টাও অতিক্রান্ত হয়নি, তার আগেই তদন্ত শেষ করে আক্রমণকারীদের চিহ্নিত করে ফেললেন ! সাবাস মাননীয়া দেশনেত্রী। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সামান্য একটু নিরপেক্ষতা দেশবাসী আশা করেছিল। পরম শ্রদ্ধেয়া দেশনেত্রী, আমার একটি ছোট জিজ্ঞাসা রয়েছে, পুলিশের ও সি.আই.ডি'র জটিল কাজও যদি আপনাকেই করতে হয়, আপনার স্নেহধন্য ছাত্রকর্মী ও নেতাদের করতে হয়, তাহলে বিশাল অকর্মন্য পুলিশ প্রতিষ্ঠানটি ও তাদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বাহিনী হতদরিদ্র দেশবাসীর টাকায় পোষার কি কোন প্রয়োজন রয়েছে ?

শুর" করেছিলাম 'কণ্ঠ আমার র"দ্ধ আজিকে' এই চরণ দিয়ে। আমি তো ভুলতে পারিনা দক্ষিন-বঙ্গের একটি জেলার কচি কিশোরী নরপশুদের হাতে নির্যাতিত গীতশ্রীকে, আর অসহায় কুসুমরানীর সতীত্ব হরণের কথা, ভুর"ঙ্গামারীর শতবর্ষাধিক বৃদ্ধ বাবু ব্রজকুমারের ওপর নির্যাতন-যিনি শুধু চেয়েছিলেন প্রধান মন্ত্রীর কাছে নিজবাসে নির"পদ্রবে বাস করার ন্যুনতম আশ্বাস- ওয়াদা করেছিলেন কোনদিন ভোট কেন্দ্রে যাবেন না- আওয়ামী লীগের নাম"চারণও করবেন না; না বিজয়-উৎসবের সৈনিকরা তার প্রার্থনা শোনেন নি, তার পিঠে নেমে এসেছিল কঠিন লৌহদন্ডের আঘাত, অপরাধ তিনি মালাউন- মানুষ নন, উপরন্তু তিনি নাকি আওয়ামী সমর্থক; কেমন করে ভুলব রত্নপুরের পুরোহিত কন্যার প্রতি অশালীন অত্যাচার, জনতার হাটের ব্যবসায়ী কন্যা বিপাশার ওপর সাতদিনব্যাপী ভ্যাবিচার ও নির্দয় নিপীড়ন কাহিনী (ই"ছে করেই উল্লিখিত সকলের আসল নাম/পরিচয় গোপন করা হল)। কেমন করে ভুলব মাসকয়েক আগে ঝিনাইদহের সমাজকর্মী জনপ্রিয় ডাক্তার ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তি এস. কে. মুখার্জী' বাবুকে-, যাঁকে নির্মমভাবে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হল তাঁরই বাসভবনে, কেমন করে ভুলব বছর কয়েক আগে ফরিদপুরের নিষ্ঠাবান সাংবাদিক প্রবীর শিকদারের সন্ত্রাসীদের হাতে একটি পা-হারানোর মর্মান্তিক কাহিনী, ২৫ বছর ধরে অবৈধ দখলদারীদের বির"দ্ধে আইনি লড়াইয়ে সর্বো"চ আদালতে জিতেও সম্পত্তি দখল নিতে না পারার শরিয়তপুরের অশিতিপর বৃদ্ধার দীর্ঘশ্বাস .... তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ হতে

থাকবে... কিন্তু আমি জানি না কোথয় কখন দাড়ি টানা হবে ...। এসব ঘটনায় কণ্ঠ যদি নির্বাক হয়ে যায়, কাকে আমি দোষ দেব, কেনই বা দেব যখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন দেশে কোন আইন শৃংখলার সমস্যা নেই, সব সমস্যার সৃষ্টি বিরোধীদলীয় রাজনীতিকদের, আর ওদের শায়েস্তা করতে পারলেই সামান্য যে সমস্যা হ'চ তা মিলিয়ে যাবে। তখন আমাদের মত ইতরজনের রবীন্দ্রনাথের কাছে আশ্রয় নেয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না :

"কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে,
বাঁশি সঙ্গীতহারা।
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবণ
দুঃস্বপণের তলে
তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে ---
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?"

নিরাশ্রয়ের আকুতি নিঃসন্দেহে।

Sunday, March 07, 2004